কিভাবে মণ্ডলী একটি দেহ

কেবলমাত্র বিশ্বাসীরাই ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রকৃত সদস্য। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, বিশ্বাসীরা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছি'ল। তাদের বলা হত শিষ্য, পবিত্র লোক, ভ্রাতৃগণ, ও খ্রীষ্টিয়ান। প্রত্যেকটি নামই তাদের সম্বন্ধে কিছু না কিছু পরিচয় বহন করত।

একইভাবে মণ্ডলীও বিভিন্ন নামে পরিচিত এবং এর প্রত্যেকটি নামই মণ্ডলী সম্বন্ধে কিছুনা কিছু পরিচয় বহন করে। এই সকল নামের মধ্যে এখন আমরা একটি নামের বিষয় আলোচনা করব। বাইবেলে প্রায়ই বলা হয়েছে মণ্ডলী একটি দেহ। এই অধ্যায়ে আমরা শিখব ঐ নামের অর্থ কি ?

মণ্ডলীতে অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গেও আপনার যোগা-যোগ আছে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। ঈশ্বরের কাছে আপনি প্রার্থনা করুন, কিভাবে এই সকল লোকদের আপনি সাহায্য করতে পারেন এবং তারাও আপনাকে সাহায্য

করবেন। এই বইয়ে দেওয়া উপদেশ গুলি যদি আপনার জীবনে কাজে না লাগান তা হলে, এই পাঠ্য ক্রম পড়াতে আপনার কোন লাভ নাই। যা আপনি শিক্ষা করেন তা, আজই কাজে লাগান।

এই অধ্যায়ে আপনি পাবেন ঃ

খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলী

খ্রীষ্টই জীবনের উৎস

খ্রীষ্টই প্রভু

খ্রীষ্টই যোগান দাতা

মণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক

মণ্ডলীতে একতা

মণ্ডলীতে প্রকার ভেদ

মণ্ডলীতে তত্ত্বাবধান

এই অধ্যায় আপনাকে সাহায্য করবে .....

- কিভাবে মণ্ডলীকে জীবিত দেহের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তার বর্ণনা দিতে।
- খ্রীষ্টের সঙ্গে মণ্ডলীর যে সম্পর্ক তার ব্যাখ্যা দিতে।
- মণ্ডলীর আভ্যন্তরীন সম্পর্কের বর্ণনা দিতে।
- মণ্ডলীতে অন্যের প্রতি আপনার যে দায়িত্ব তা খুঁজে বের করতে।

খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলী ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ মণ্ডলী কোথেকে আত্মীক জীবন পায় তার ব্যাখ্যা দেওয়া।

বাইবেলে মণ্ডলীকে অনেক বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। একস্থানে বলা হয়েছে মণ্ডলী একটি গৃহ (ইফি ২ ঃ ২১ পদ) একস্থানে বলা হয়েছে ভার্যা (ইফিষীয় ৫ ঃ ২২-২৩ পদ) একস্থানে বলা হয়েছে একটি পাল (যোহন ১০ ঃ ১৬ পদ) এবং একস্থানে বলা হয়েছে দ্রাক্ষা-লতা (যোহন ১৫ ঃ ৪, পদ)। এ ছাড়া আরো আছে এবং তা অনেক বেশী। কোন একজন বলেন এই প্রকার নামের তালিকা নূতন নিয়মে ২ শতের বেশী আছে।

আমরা এখানে সব আলোচনা করতে পারবো না। আমরা মাত্র একটি বিষয়কে মনোনীত করেছি। বাইবেল বলে মণ্ডলী একটি দেহ। যতই আমরা তুলনা মূলক ভাবে পাঠ করব, ততই বেশী শিখতে পারব।

খ্রীষ্টই জীবনের উৎস ঃ

একটি জীবিত দেহের বৃদ্ধি আছে এবং তার কার্যক্ষমতা আছে। প্রত্যেকটি দেহের একটি মস্তক থাকে। মস্তক এবং দেহের সঙ্গে যে সম্পর্ক তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলসীয় মণ্ডলীকে সাধু পৌল লেখেন—তিনি অর্থাৎ খ্রীষ্ট দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক। তিনি দেহের জীবনের উৎস (কলসীয় ১ ঃ ১৮ পদ)। মণ্ডলী খ্রীষ্টের কাছ থেকেই তার জীবন পায়। কোন গৃহ, সংস্থা বা সভা সমিতি মানুষকে জীবন দিতে পারে না, কেবল খ্রীষ্টই পারেন।

প্রত্যেক বিশ্বাসী এবং সমগ্র মণ্ডলী খ্রীষ্টের সঙ্গে সহভাগিতার কারনেই জীবনে পূর্ণতা লাভ করে (কলসীয় ২ ঃ ১০ পদ)। মস্তকের দ্বারাই শরীরের পরিচয় পাওয়া যায়। মণ্ডলীও খ্রীষ্টের দ্বারা পরিচিত হয়।

আপনার করণীয়

১। নীচে প্রদত্ত প্রশ্নের দুটি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তরটি খালি জায়গায় লিখুন।

ক) মণ্ডলী জীবিত থাকে কারণ সে জীবন পায় ...

.....

(সংস্থা/খ্রীষ্ট) থেকে

খ) মণ্ডলীর মস্তক কে ?

.....

(ভার্য্যা/খ্রীষ্ট)

২। কলসীয় ২ ঃ ১২-১৩ পদ পড়ুন এবং নীচের পদটি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করুন।

বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সহিত একীভূত হয় তাঁর .....এবং তার ....

খ্রীষ্টই প্রভু ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ মণ্ডলীর মস্তকের নাম বলতে পারা।

খ্রীষ্ট শুধু জীবনের উৎস নয়, তিনি মণ্ডলীর প্রভুও বটে। যেমন একজন স্ত্রী তার স্বামীর বাধ্য থাকে, তদ্রূপ মণ্ডলীও খ্রীষ্টের বাধ্য থাকে (ইফিষীয় ৫ ঃ ২৪)। হাত কখনও মাথাকে বলে না তাকে কি করতে হবে;

বরং মাথা'ই হাতকে তার করণীয় বলে দেয়। মণ্ডলী খ্রীষ্টের অনুগত ও বাধ্য। ঈশ্বর সকলই তাঁহার পদ-তলে বশবর্ত্তী করিলেন এবং তাহাকে সর্ব্বোচ্চ মস্তক স্বরূপ করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন। যিনি সমস্ত কিছু সর্বতোভাবে পূর্ণ করিয় থাকেন, মণ্ডলীই তাহার দেহ, তাঁহার পর্ণতা (ইফিষীয় ১ ঃ ২২-২৩)।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই একজন কর্তা বা প্রভু আছে। কতক আছেন যারা তাদের জাগতীক কর্তা বা প্রভুদের বাধ্য হন। আবার অনেকেই আছেন যারা পাপের দাসত্ব করেন। কিন্তু প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর বাণী ছিল "যীশু খ্রীষ্টই প্রভু"।

আপনার করণীয়

৩। নীচের প্রশ্নের দুটি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তরটি খালি জায়গায় লিখুন।

ক) মণ্ডলীর প্রভু হলেন।

.....

(কর্ম্মকর্তা/খ্রীষ্ট)

খ) মণ্ডলীর মস্তক হলেন।

.....

(মানুষ/খ্রীষ্ট)

খ্রীষ্ট যোগান দাতা ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ খ্রীষ্ট কিভাবে মণ্ডলীর সব কিছু যোগান তা ব্যাখ্যা দেওয়া।

যীশু খ্রীষ্ট এমন একজন প্রভু, যিনি ভাল বাসেন। তিনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করলেন। ভালবাসার তাগিদেই খ্রীষ্ট আমাদের তত্বাবধান করেন। পৌল ব্যাখ্যা করে বলেন কেহ কখন ও নিজের শরীরকে ঘৃণা করে না, বরং সে তাহা পোষন করে ও সযত্নে রক্ষা করে যেমন খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর প্রতি করিতেছেন, কারন আমরা তাঁহারই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। খ্রীষ্টের সংগে সংযুক্ত থাকার কারনেই মণ্ডলী জীবিত আছে এবং তার বৃদ্ধি আছে। খ্রীষ্টই মণ্ডলীর তত্বাবধান করেন। যাহা হইতে সমস্ত দেহ, গ্রন্থি ও বন্ধনী দ্বারা পুষ্ট ও সংযুক্ত হইয়া ঐশ্বরিক বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পায় (কলসীয় ২ ঃ ১৯) পদ।

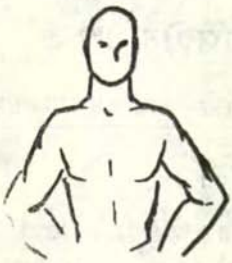

আপনার করণীয়

৪। ভাবুন কিভাবে আপনার এলাকায় মণ্ডলীকে বিভিন্ন-ভাবে খ্রীষ্ট যোগান দিয়েছেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

.....

.....

৫। খ্রীষ্ট তার দেহরূপ মণ্ডলীর সঙ্গে কিভাবে যুক্ত তার তিনটি বর্ণনা দিন।

ক) .....

খ) .....

গ) .....

মণ্ডলীর আভ্যন্তরীন সম্পর্ক

লক্ষ্য ৪ ঃ দেহের একতার বর্ণনা করতে পারা।

মণ্ডলীতে একতা ঃ

নূতন নিয়মের অধিকাংশ লেখা মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে, একজন বিশ্বাসীর উদ্দেশ্যে নয়। খ্রীষ্টিয়ান অন্য বিশ্বাসী ছাড়া বাঁচতে পারে না। প্রাথমিক মণ্ডলীতে, নূতন বিশ্বাসীরা শীঘ্রই মণ্ডলীর সহভাগিতায় যুক্ত হত। লূক বলেন বিশ্বাসীরা এক প্রাণ ও একচিত্ত ছিল প্রেরিত ৪ ঃ ৩২

বংশ মর্য্যাদা, জাতীয়তা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সব কিছু ভুলে গিয়ে বিশ্বাসীরা মণ্ডলীতে এক হয়ে গিয়েছিল। দেহ এক, আত্মা এক (ইফিষীয় ৪ ঃ ৪ পদ) এর অর্থ নয় যে সকল খ্রীষ্টিয়ান একই মণ্ডলীর সদস্য থাকবে আবার এর অর্থ এই নয় যে সকল বিশ্বাসীরা একই নিয়মে উপাসনা করবে। এর অর্থ হলো, বিশ্বাসীদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা এবং একতা থাকবে।

মণ্ডলীতে দলভেদ ভাল বিষয় নয় বরং দুঃখজনক। এই কারণে মণ্ডলী অনেক সময় সমস্যায় পড়ে। করিন্থীয় মণ্ডলীতে এই সমস্যা ছিল (১ করিন্থীয় ১ ঃ ১২-১৩ পদ)। পৌল অনুরোধ করে বলেন এই একতা যেন বজায় রাখা হয়। দেহের মধ্যে বিভেদ না হয় বরং অঙ্গ

সকল যেন পরস্পরের জন্য সমভাবে চিন্তা করে (১ করিন্থীয় ১২ঃ২৫ পদ)। মণ্ডলীতে যখনই দলভেদ উপস্থিত হয়, তখনই বুঝতে হবে, লোকেরা অন্যদের থেকে বরং নিজেদের নিয়ে বেশী চিন্তা করছে।

আপনার করণীয়

৬। নীচের প্রশ্নগুলিতে দুটি করে উত্তর দেওয়া আছে সঠিক উত্তরটি খালি জায়গায় লিখুন—

ক) বাইবেল ভিত্তিক একতা বলতে।

....

(সংস্থা/আত্মা)

খ) মণ্ডলীতে দলভেদের কারণ সাধারণতঃ।

....

(স্বার্থপরতা/ভালবাসা)

মণ্ডলীতে বিভিন্নতা (প্রকারভেদ)

লক্ষ্য ৫ঃ মণ্ডলীতে আপনার ব্যক্তিগত অবদানের পরিচয় দিতে পারা।

একতা মানে এ নয় যে প্রত্যেকটি খ্রীষ্টিয়ান একই ধরনের। বরং প্রত্যেকজন ভিন্ন। এই বিভিন্নতা শক্তি ও সমতা আনয়ন করে। কারণ যেমন দেহ এক, আর তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক এবং সেই একই দেহের অঙ্গগুলি অনেক হইলে ও, তাহা একদেহ, খ্রীষ্ট ও সেইরূপ (১ করিন্থীয় ১২ঃ ১২ পদ)।

একটি অঙ্গ অন্য একটি অঙ্গকে বলতে পারে না যে তোমাকে আমার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকটি অঙ্গের জন্য অন্য অঙ্গের প্রয়োজন আছে, খ্রীষ্টিয়ানেরও একজনের জন্য আর একজনের প্রয়োজন আছে (১ করিন্থীয় ১২ঃ ১২-২৬ পদ দেখুন)। বিশ্বাসীদের কাজ (১৭ পদ) শক্তি (২২ পদ) এবং সম্মানের (২৩ পদ) দিক দিয়ে পৃথক পৃথক হতে পারে, তথাপি তারা সকলে একই দেহ। পৌল রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি একই ব্যাখ্যা

দেন "অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হইয়াছে, সেই অনুসারে বিভিন্ন বর যখন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন পরিমান অনুযায়ী তাহা ব্যবহার করি (রোমীয় ১২ ঃ ৫-৬ পদ)।

আপনার করণীয়

৭। রোমীয় ১২ ঃ ৬-৮ পদে মণ্ডলীকে প্রদত্ত বিভিন্ন দানের তালিকা আছে। ঐ অংশটি ভালকরে পড়ুন এবং যে দান গুলি আপনি ব্যবহার করেছেন, তার পাশে (×) চিহ্ন দিন।

ক) ভাববাণী বলা। .....

খ) সেবাকার্য্য। .....

গ) শিক্ষা দেওয়া। .....

ঘ) আশ্বাস দেওয়া। .....

ঙ) দান করা। .....

চ) তত্ত্বাবধান করা। .....

ছ) দয়া করা। .....

৮। লক্ষ্য করুন কিভাবে প্রত্যেকটি দানকে ব্যবহার করা হয়। যে দানগুলি আপনার আছে, সেগুলিকে আপনি কিভাবে ব্যবহার করেছেন? এ বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করুন।

মণ্ডলীতে তত্ত্বাবধান ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ বিশ্বাসীরা কিভাবে একজন অন্যের প্রতি যত্ন নেয় তার বর্ণনা দিতে পারা।

ঈশ্বরের মণ্ডলীতে আপনার একটি অংশ আছে। খ্রীষ্টের প্রতি সেবা মনে করে তার উপর আপনার গুরুত্ব দিতে হবে। অন্য বিশ্বাসীদের যত্ন নেওয়াও আপনার একটি দায়িত্ব। যেমন আমরা দেখেছি, শরীরের বিষয়ে কাজের জন্য হাতের প্রয়োজন আছে, আবার কানের ও পায়ের প্রয়োজন আছে। বাইবেল যেমন বলে, "খ্রীষ্ট হইতে সমস্ত দেহ পরিপোষনের গ্রন্থি সমূহের দ্বারা সন্নিবদ্ধ ও সংযুক্ত হওয়া প্রত্যেক অংশ নির্দ্দিষ্ট পরিমানানুযায়ী সক্রিয় হওয়াতে দৈহিক বৃদ্ধি সাধন করে, এইরূপে আপনাকে প্রেমভাবেই গাঁথিয়া তুলে (ইফিষীয় ৪ ঃ ১৬ পদ)। শরীরের কোন অঙ্গই একা চলতে পারে না। প্রত্যেকটি অঙ্গের জন্য অন্য অঙ্গের প্রয়োজন আছে।

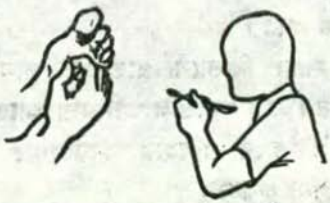

শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ অন্য সকল অঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষণে বিশ্বস্থ, তদ্রূপভাবে প্রত্যেক বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে সত্য আচরণ করবে, কারণ আমরা সকলে মিলে খ্রীষ্টের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (ইফিষীয় ৪ ঃ ২৫) পদ। আমরা সকলে সহ বিশ্বাসী, অতএব একজন আর একজনের সাহায্য করা উচিত। একজন আর একজনের ভার বহন করা উচিত (গালাতীয় ৬ ঃ ২ পদ)। যদি শরীরের একটি অঙ্গ দুঃখ পায়, শরীরের অন্য সকল অঙ্গগুলিও একই সঙ্গে দুঃখ পায়; আবার এক অঙ্গ গৌরাবান্বিত হইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গও আনন্দিত হয় (১ করিন্থীয় ১২ ঃ ২৫)। একজন অন্য-জনের যত্ন নেওয়া মণ্ডলীর একটি বিশেষ গুণ। যোহন ১৩ ঃ ৩৫ পদে আছে। তোমাদের নিজেদের মধ্যে যদি প্রেম থাকে তবে সকলেই জানিবে, তোমরা আমার শিষ্য।

আপনার করণীয়

১। অধ্যায়টি ভালকরে পড়ুন। কি কি ভাবে অন্যের সেবা ও যত্ন করা যায়, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। আপনি কি সেগুলি পালন করে থাকেন ?

.....

.....

১০। অধ্যায়টি পুনরালোচনা করুন। ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন যেন, মণ্ডলীতে আপনার যে দায়িত্ব, তা যেন পূরণ করতে পারেন। মণ্ডলীতে আপনার দায়িত্ব পালনের কাজ শুরু করার জন্য যা যা প্রয়োজন, তা নীচের খালি জায়গায় লিখুন।

.....

.....

.....

আপনার উত্তর পরীক্ষা করুন এবং ৫ অধ্যায়ের জন্য আপনার ছাত্র রেকর্ড পূরণ করুন।

আপনার উত্তর

১০। আপনার উত্তর। সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।

১। ক) খ্রীষ্ট।
খ) খ্রীষ্ট।

৯। ক) সত্য বলা।
খ) সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করা।
গ) অন্যদের সঙ্গে দুঃভোগ করা।
ঘ) অন্যদের সঙ্গে আনন্দ করা।
ঙ) অন্যদের ভালবাসা।

২। মৃত্যু।
পুনরুত্থান।

৮। আপনার উত্তর।

৩। ক) খ্রীষ্ট।
খ) খ্রীষ্ট।

৭। আপনার তালিকায় বেশ কয়েকটি বিষয় থাকা উচিত যার পাশে × ক্রস চিহ্ন থাকবে। ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন যেন, তিনি মণ্ডলীর জন্য আপনাকে আত্মিক দান পেতে পথ করে দেন।

৪। আপনার উত্তর ; হতে পারে নিম্নরূপ যেমন নেতৃত্ব সাক্ষ্যের সুযোগ, একতা ইত্যাদি।

৬। ক) আত্মা।
খ) স্বার্থপরতা।

৫। ক) খ্রীষ্টই জীবনের উৎস।
খ) খ্রীষ্টই প্রভু।
গ) খ্রীষ্ট যোগানদাতা।